গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা

সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০১৩

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা

০১. পটভূমি:

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহামানকাল থেকেই এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর হিসেবে পরিচিত। সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতিয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, সকলের দায়িত্ব। এক্ষণে, অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, তাদের পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

০২. সংজ্ঞা:

হিজড়া শব্দের ইংরেজী পরিভাষা হচ্ছে Transgender। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে ক্রোমোজোমের ক্রুটির কারণে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের দৈহিক বা জেনেটিক কারণে নারী বা পুরুষ কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, সমাজে এই জনগোষ্ঠী হিজড়া হিসেবে পরিচিত। এ নীতিমালার আওতায় হিজড়া বলতে সমাজে যিনি হিজড়া হিসেবে পরিচিত এবং যিনি নিজেকে হিজড়া পরিচয় দিতে ইতস্তত বোধ করেন না' তাকে বুঝাবে।

০৩. কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. স্কুলগামী হিজড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান;

২. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতধারায় আনায়ন ;

৩. হিজড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা;

৪. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি।

০৪. সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ:

১. ৫ বছরের উর্ধ্বে হিজড়া শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান;

২. ১৮ বছরের উর্ধ্বে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও তাদের আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্তকরণ।

০৫. কার্য এলাকাঃ

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন, দেশের ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা, থানা, সকল শ্রেণীর পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের হিজড়া জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হবে।

০৬. বাস্ড়বায়ন কর্তৃপক্ষঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর 'হিজড়া সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' বাস্ড়বায়ন করবে। এ বাস্ড়বায়ন প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে বাস্ড়বায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার স্থানীয় সরকার (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি) 'এর সহায়তা গ্রহণ করবে।

(খ) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কার্যক্রম সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ড় মন্ত্রিসভা কমিটি' এ কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবে। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে।

০৭. সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহঃ

আইসিডিডিআরবি জরিপ-২০১২ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৮,৮৮২ জন হিজড়া সম্প্রদায়ভুক্ত। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা বেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়সমূহ নির্ধারিত ফরম (পরিশিষ্ট-১) অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করবেন, বিশেষ করে হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য হিজড়াত্ব চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও শহর এলাকায় সিভিল সার্জনের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার ও উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র (পরিশিষ্ট-২) প্রদান করবেন। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দফতর একটি নিবন্ধন বহি (পরিশিষ্ট-৩) সংরক্ষণ করবেন। সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিস এবং পরিসংখ্যান বিভাগ হতে বর্ণিত জনগোষ্ঠীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি বছর বর্ণিত তালিকা হালনাগাদ করবেন। জরিপ সংক্রান্ড় তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহকারী অফিস একটি রেজিস্টারে জরিপ সংক্রান্ড় তথ্য (পরিশিষ্ট- ৬) সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে ইউনিয়ন/পৌরসভা/থানা/উপজেলা/মহানগর এলাকায় সরকার কর্তৃক স্থাপিত তথ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে এ তথ্য সরবরাহ করবে।

০৮. কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের কৌশল:

হিজড়া জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণপূর্বক সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকৃত দুঃস্থ ও অসহায় হিজড়া জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করে গৃহিত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সহায়তায় ৫ বছরের উর্ধে হিজড়া শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং PPA-২০০৬ ও PPR-২০০৮ অনুসরণপূর্বক এনজিও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হিজড়াদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিকভাবে পাইলট ভিত্তিতে কার্যক্রমের বাস্ড়বায়ন শুরু হবে।

৮.১ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা:

সরকারি ভাবে দেশে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিশেষ কোন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না। তবে বেসরকারি পর্যায়ে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান এবং বেসরকারি সংস্থার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারি বিধি মোতাবেক এনজিও নির্বাচনের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত হিজড়া জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৮.২ এনজিও নির্বাচনের শর্তাবলী:

(১) হিজড়া উন্নয়ন সংক্রান্ড় কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/সমাজকল্যাণ/এনজিও ব্যুরো) অনুমোদন/ রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে;

(৩) বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন (বিগত পাঁচ বছরের) সন্ড়োষজনক প্রতীয়মান হতে হবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় এবং উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষ কর্মীবাহিনী কর্মরত থাকতে হবে;

(৫) সরকার/প্রশাসনের সাথে উন্নয়নমূলক কাজে যৌথ অংশীদারিত্বের বা সম্পৃক্ততার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(৬) যে সকল এনজিও ইতিপূর্বে হিজড়াদের বিষয়ে পরিচালিত কার্যক্রমে অভিজ্ঞ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.৩ নির্বাচিত এনজিও'র কার্যাবলী:

(১) হিজড়া জনগোষ্ঠীর মনোসামাজিক কাউন্সেলিং;

(২) হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি;

(৩) হিজড়া জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৪) সুবিধাভোগী পরিবারের সাথে যোগাযোগ, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কমিটিকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান;

(৫) প্রশিক্ষণ পরবর্তী আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান।

০৯. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্ত্মবায়ন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

৯.১ হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান:

৯.১.১ আওতাভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

২. সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও সরকারি তালিকাভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;

৩. সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়;

৪. সরকারি ও বেসরকারি কলেজ;

৫. সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসা;

৬. সরকারি ও সরকার অনুমোদিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়;

৭. পাবলিক ও সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়;

৮. সরকার অনুমোদিত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

৯.১.২ উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মানদ‍ন্ড:

১. প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;

২. আবেদনকারীর পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা হবে;

৩. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হিজড়া শিক্ষার্থী-

(ক) দরিদ্র, ভূমিহীন ও গৃহহীন হিজড়া শিক্ষার্থী;

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী;

(গ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী।

৯.১.৩. উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী:

১. সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে;

২. অনুচ্ছেদ ৯.১.১ এ বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত হতে হবে;

৩. বয়স ৫ বছর বা তদুর্ধ্ব হতে হবে;

৪. শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয় অনুর্ধ্ব ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা;

৫. মাসে কমপক্ষে ৫০% ক্লাসে উপস্থিত;

৬. বার্ষিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ এবং নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ;

৭. নতুনভাবে স্কুলে ভর্তি হলে ৫ ও ৬ এ বর্ণিত শর্তাবলী শিথিলযোগ্য, তবে পরবর্তীতে নিয়মিত উপবৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্ত প্রযোজ্য।

৯.১.৪. উপবৃত্তি প্রাপ্তির অযোগ্যতাঃ

১. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত না হলে;

২. হিজড়া শিক্ষার্থী কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত হলে;

৩. হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক হলে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোনো ভাতা বা শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক প্রদত্ত উপবৃত্তি পরিত্যগ করতে হবে। অর্থ্যাৎ একই ব্যক্তি সরকারি একাধিক সুবিধা পাবে না।

৯.১.৫. উপবৃত্তি প্রদানের স্ড়র ও পরিমাণঃ

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে সনাক্তকৃত হিজড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচিতে অন্ড়র্ভুক্ত করা হবে। অধ্যয়নরত হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষার শ্রেণীবিন্যাসে ৪ (চার) টি স্ড়রে বিভক্ত করে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করা হবে। যা নিম্নরূপ-

১. **প্রাথমিক স্ড়র** (১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ড়)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৩০০ (তিনশত) টাকা;

২. **মাধ্যমিক স্ড়র** (৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ড়)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা;

৩. **উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়র** (একাদশ শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী/সমমান পর্যন্ড়)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৬০০ (ছয়শত) টাকা; এবং

৪. **উচ্চতর স্ড়র** (স্নাতক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী/সমমান পর্যন্ড়)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

বিঃদ্রঃ স্ড়রভিত্তিক শিক্ষা উপবৃত্তির হার হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করবে।

৯.১.৬. উপবৃত্তি প্রার্থী বাছাই পদ্ধতিঃ

৯.১.৬.১ উপবৃত্তি বাছাই কমিটিঃ

উপবৃত্তি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১০.০ এ বর্ণিত কমিটিসমূহ বর্ণিত কর্মপরিধি অনুযায়ী শিক্ষার্থী নির্বাচন ও উপবৃত্তি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১.৬.২ প্রচার ও দরখাস্ড় আহবানঃ

১. দরখাস্ড় আহবানের লক্ষ্যে সর্বসাধারণকে অবগত করে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী কার্যালয় প্রজ্ঞাপন/সার্কুলার/পত্র জারী করবেঃ

২. উপজেলা পর্যায়ের উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহানগর ও জেলা পর্যায়ে শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবর হিজড়া শিক্ষার্থীগণকে পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

৯.১.৬.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়াঃ

১. উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, প্রাপ্ত আবেদনের (পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী) প্রেক্ষিতে একটি তালিকা (তালিকা-১) প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী সমাজসেবা কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সহযোগিতায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা বিবেচনায় এনে অপর একটি অগ্রাধিকার তালিকা (তালিকা-২) প্রস্তুত করবেন।

২. উক্ত তালিকা-১ ও ২ এবং প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বাস্ড়বায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বাস্ড়বায়ন কমিটি আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী চূড়ান্ড় তালিকা (তালিকা-৩) অনুমোদন করবেন। তালিকা-৩ এর ভিত্তিতে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে ছবিসহ একটি রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-৫) সংরক্ষণ করবেন। একই সাথে একটি অপেক্ষমাণ তালিকা (তালিকা-৪) প্রণয়ন করতে হবে।

৩. তালিকা-৩ ও তালিকা-৪ প্রণয়নের ১ (এক) মাসের মধ্যে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সুবিধাভোগীদের বর্ণিত তালিকা যাচাই করবেন এবং যদি কোন উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায় কিংবা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করে কিংবা লেখা পড়া বন্ধ করে দেয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে পরবর্তী ১(এক) মাসের মধ্যে বাতিল যোগ্য তালিকাসহ (যদি থাকে) একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা বাস্ড়বায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। সভায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ শিক্ষার্থী'র উপবৃত্তি প্রদানের আদেশ বতিলপূর্বক তদস্থলে অপেক্ষমাণ তালিকা হতে একই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত হিজড়া শিক্ষার্থীকে অন্ড়র্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, একই প্রতিষ্ঠানে একই স্ড়রের শিক্ষার্থী না থাকলে বা যোগ্য কোন প্রার্থী না থাকলে উপজেলা/থানার অধীন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে উপবৃত্তি প্রদান করা যাবে।

৪. কোনো এলাকার জন্য নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী হিজড়া শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে জেলাধীন অন্য এলাকায়, যেখানে ঐ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী, জেলা কমিটির সিদ্ধান্ড় মোতাবেক সে এলাকায় কোটা স্থানান্ড়র করা যাবে।

৫. সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ এলাকা অর্থাৎ দরিদ্র, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকা বা হিজড়া জনগোষ্ঠি কোন বিশেষ এলাকায় একত্রিত হয়ে বসবাস করলে সে এলাকার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে পারবে।

৬. সরকার জাতীয় স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশের যে কোনো এলাকার জন্য হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি খাতে সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

৯.১.৭. যে সকল কারণে উপবৃত্তি বাতিল করা যাবেঃ

১. কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত একটানা ৩ মাস ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে;

২. যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করলে;

৩. উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য তালিকাভুক্তির পর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তার উপবৃত্তি বাতিল হবে, তবে নতুন ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে;

৪. মৃত্যুবরণ করলে কিংবা উপবৃত্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক হলে।

৯.১.৮. হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ পদ্ধতিঃ

১. উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহানগর/জেলা শহর এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)/(সার্বিক) ও সংশিষ্ট শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে 'হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি' শিরোনামে যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে হিসাব পরিচালিত হবে।

২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বংলাদেশ কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যে কোন তফসিলি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সমাজসেবা অধিদফতর প্রণীত ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের 'হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি' হিসাবসমূহে ন্যস্ত করা হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/বৈধ অভিভাবকের নামে **৯.১.৮.১** এ বর্ণিত কর্মকর্তাগণ বেয়ারার চেক ইস্যু করবেন।

৪. উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর হাতে উপবৃত্তির চেক প্রদান করবেন।

৫. অক্ষমতাজনিত কারণে অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণে উপবৃত্তির অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর বৈধ অভিভাবককে উপবৃত্তির চেক প্রদান করতে পারবেন।

৬. হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ জানুয়ারী-ডিসেম্বর ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীসমূহের উপবৃত্তিভোগীদের শিক্ষাবর্ষ জুলাই হতে জুন ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

৭. কোনো অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থ পরবর্তী অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব না হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্ড়রের জন্য (শিক্ষাবর্ষ-জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ড়) অব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কেন্দ্রীয় হিসেবে জমা প্রদান করতে হবে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত/অনুমোদিত উপায়ে উক্ত অর্থ বিশেষ তহবিলে সংরক্ষণপূর্বক অর্থবছরের পঞ্জিকা বর্ষের অবশিষ্ট মাসের জন্য উক্ত তহবিল হতে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাবে। উক্ত তহবিলের ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব যথানিয়মে সরকারের নিকট দাখিল করা হবে।

৯.১.৯. স্ড়র পরিবর্তন:

শিক্ষার্থীর স্ড়র পরিবর্তনের কারণে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

১. কোনো হিজড়া শিক্ষার্থী ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হলে তাকে জানুয়ারী মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং প্রাইমারী স্ড়র সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ড় ঐ স্ড়রের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে।

২. কোনো শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হলে তাকে বরাদ্দ সাপেক্ষে জানুয়ারী মাস হতে মাধ্যমিক স্ড়রের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তার স্থলে প্রাইমারী স্ড়রের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে এবং মাধ্যমিক স্ড়র সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ড় ঐ স্ড়রের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে নির্বাচিতদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এসএসসি/সমমান পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুন পর্যন্ড় উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে মাধ্যমিক স্ড়রের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৪. উচ্চমাধ্যমিক স্ড়রে নতুন ভর্তিকৃত/অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে জানুয়ারী মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্ড়রের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তবে তিনি মাধ্যমিক স্ড়রে উপবৃত্তি পেয়ে থাকলে যে মাস পর্যন্ড় উপবৃত্তি গ্রহণ করেছেন তার পরের মাস হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়রের হারে বরাদ্দ

সাপেক্ষে উপবৃত্তি পাবেন। তিনি উচ্চতর স্ড়রে ভর্তির পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ড় উচ্চমাধ্যমিক স্ড়রের জন্য নির্ধারিত হারে (বরাদ্দ সাপেক্ষে) উপবৃত্তি পাবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্ড়রের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৫. হিজড়া শিক্ষার্থী উচ্চতর স্ড়রে ভর্তি হওয়ার পর জানুয়ারী মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং শিক্ষা সমাপনী না হওয়া পর্যন্ড় উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তপূরণ সাপেক্ষে উপবৃত্তি পেতে থাকবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উচ্চতর স্ড়রের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজরসবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) বর্ণিত শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৬. প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য স্ড়র পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য বিদ্যমান কোটা অনুযায়ী হিজড়া উপবৃত্তি খাতে সম্ভাব্য কত টাকার প্রয়োজন হবে তার একটি চাহিদা সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদফতর উক্ত চাহিদার আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.১.১০. তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি:

১. সমাজসেবা অধিদফতরের সংশি-ষ্ট কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত জরিপে অধ্যয়নরত হিজড়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করতে হবে। সনাক্তকৃত শিক্ষার্থীদের জরিপের তথ্যাবলী একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং একই সাথে সম্পাদিত জরিপের ফরম কার্যালয়ে সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। জরিপ একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এরূপভাবে সম্পাদিত জরিপে নতুন হিজড়া শিক্ষার্থীদের নাম উক্ত রেজিষ্টারে ধারাবহিকভাবে লিপিবদ্ধকরণপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে। উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নামের তালিকার একাধিক সফট কপি ও হার্ড কপি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে এ কার্যক্রমের আওতায় ডাটা বেইজ তৈরিতে সহায়ক হয়।

২. কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্ড়বায়নের জন্য এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ও মঞ্জুরীকৃত অর্থের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ ১ (এক) টি কেন্দ্রীয় ক্যাশবহিতে বরাদ্দকৃত অর্থ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

৩. সকল পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক কর্মসূচি বাস্ড়বায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ড়বলী কার্যবিবরণী রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

৯.২. কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

সামাজিক বৈষম্যের কারণে হিজড়া জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সমাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্বাভাবিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান। হিজড়া জনগোষ্ঠী তাদের সক্ষমতার পূর্ণ সদ্বব্যবহার না করতে পারায়, মানবসম্পদ হিসেবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারছেনা। অশিক্ষা ও অদক্ষতার কারণে তারা পরিবার এবং সমাজের কাছেও বোঝা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করে সমাজে সমঅধিকার ও সাম্যতার ভিত্তিতে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ১৮ বছরের উর্ধে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে নির্বাচিত এনজিও এর মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক তাদের সমাজে পুনঃএকত্রিত করা হবে।

৯.২.১ প্রশিক্ষণের ধরণঃ

দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী নির্বাচিত সেবা প্রদানকারী এনজিও বা প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যভুক্ত হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ৩ (তিন) মাসের মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ১ (এক) সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ৫ (পাঁচ) দিনের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

৯.২.২ বাস্ড়বায়ন কৌশলঃ

প্রশিক্ষণ মূলতঃ তিনটি ধাপে বাস্ড়বায়িত হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণে নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান নিজেদের জীবনে কিভাবে কাজে লাগাবে বা প্রয়োগ করবে সে ব্যাপারে একটি ইচ্ছা তালিকা (Wish list) তৈরি করবে। **দ্বিতীয়** ধাপে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তন এবং প্রাত্যহিক জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। হিজড়া ব্যক্তিগণ উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসম্পর্কে এবং এই কর্মসূচির অধীনে তাদের অধিকার ও পাওনা সম্পর্কে অবহিত হবে। **তৃতীয়** ধাপ বা রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে মূলতঃ প্রশিক্ষণার্থীগণ মৌলিক প্রশিক্ষণ চলাকালে যে ইচ্ছা তালিকা (Wish list) তৈরি হয়েছিল, তার অগ্রগতি ফলোআপ করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ ইচ্ছা তালিকা (Wish list)’র কতটুকু নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছে এনজিও প্রশিক্ষক তা যাচাই করবেন। যদি প্রয়োগ না করতে পারে

তাহলে তার কারণ জানবেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে পুনরায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ তথ্য ও অন্যান্য ব্যবহারিক উদাহরণ প্রদান করবেন।

নির্বাচিত এনজিও, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সময়সূচি সংশি-ষ্ট সরকারি কর্মকর্তা যেমন- উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট প্রতি ত্রৈমাসিক পরিকল্পনার শুরুতেই পেশ করবে।

৯.২.৩ প্রশিক্ষণ মডিউল:

প্রশিক্ষণ মডিউলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ হবে হেয়ারকাটিং, বিউটিফিকেশন; ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ড় বয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন ও কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণ।

যে সকল বিষয়ের উপর হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে নিয়োজিত এনজিওসমূহ তার একটি তালিকা এবং স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করে একটি প্রতিবেদন উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় বরাবর দাখিল করবে। উপপরিচালক এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক বা অনুমোদন প্রদান করবে। উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর এনজিও কর্তৃক আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৯.২.৪ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

প্রশিক্ষণের জন্য বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী, রিসোর্স পারসন নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বাজেট অনুমোদন করবে। জেলা ও উপজেলা কমিটির তদারকির মাধ্যমে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে এবং স্থানীয় সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদফতর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আর্থিক ব্যয় বহন করবে।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ তিনটি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। মৌলিক প্রশিক্ষণে মূলতঃ নির্দিষ্ট আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। একই সাথে কাজটি বাস্তবায়ন করতে কি ধরণের দক্ষতার প্রয়োজন তা আলোচনা করা হবে। সকল হিজড়া ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মডিউল তৈরী করতে হবে। এখানে ব্যবসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য পন্য নির্বাচন, আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমবাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

৯.২.৫ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সামাজিক পুনঃএকত্রিকরণ:

হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদেরকে অফেরৎযোগ্য এককালীন ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান, ঋণ সুপারিশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা হবে। এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ

করবে। কমিটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ ও সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম হতে ঋণ প্রদানের সুপারিশ করতে পারবে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম/শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৯.৩ **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ**

১. জাতীয় পর্যায়ে একটি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অপরিসীম। "সামাজিক নিরাপত্তা বলয়" কার্যক্রম সুদৃঢ়করণে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন/পরিবর্তন, পরবর্তী পরিকল্পনা/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরে একটি শক্তিশালী যুগোপযোগী পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সেল থাকবে।

২. উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচির অগ্রগতির প্রতিবেদন জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালকগণ প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত ও একীভূত করে সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন।

৩. উপপরিচালক ও উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারদের পাশাপাশি জেলা স্টিয়ারিং কমিটি ও উপজেলা/শহর পর্যায়ে গঠিত বাস্ড়বায়ন কমিটি এ কর্মসূচির সার্বিক বিষয়াদি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। সদর কার্যালয়ে গঠিত মনিটরিং সেলে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে নিয়মিতভাবে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় পরিচালিত এ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। তাছাড়া বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্ড়বায়নের জন্য গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও মন্ত্রিসভা কমিটিও প্রতি বছর বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকে এ সকল কার্যক্রম এর সার্বিক মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে।

১০.০ হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমবাস্ড়বায়নের জন্য বাছই কমিটিসমূহ:

১০.১ ইউনিয়ন কমিটি:

১০.১.১ ইউনিয়ন পরিষদ কমিটির গঠন:

১.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	-সভাপতি
২.	মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ২(দুই) জন (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	-সদস্য
৩.	উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি ১ (এক) জন	- সদস্য
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রতিনিধি ১ (এক) জন	-সদস্য
৫.	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/সদস্যা	- সদস্য
৬.	নির্বাচিত এনজিও এর প্রতিনিধি	- সদস্য
৭.	হিজড়া সংশি- ষ্ট সংগঠন এর ১জন প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-সদস্য
৮.	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	-সদস্য সচিব

১০.১.২ নির্বাচন স্থগিত এমন ইউনিয়ন পরিষদ কমিটির গঠন:

১.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড হতে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-সদস্য
৩.	উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি ১ (এক) জন	- সদস্য
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রতিনিধি ১ (এক) জন	-সদস্য
৫.	ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	-সদস্য
৬.	নির্বাচিত এনজিও এর প্রতিনিধি	- সদস্য
৭.	হিজড়া সংশি- ষ্ট সংগঠন এর প্রতিনিধি ১ জন (যদি থাকে)	-সদস্য
৮.	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	-সদস্য সচিব

১০.১.৩ কমিটির কর্মপরিধি:

১. শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করে তালিকা প্রণয়ন;

২. প্রণীত তালিকা চূড়ান্ড় অনুমোদনের লক্ষ্যে সুপারিশসহ উপজেলা কমিটির নিকট পেশ;

৩. প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ড় অভিযোগের নিস্পত্তিকরণ। তবে আপীলের প্রশ্ন দেখা দিলে তা নিস্পত্তির জন্য উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করবে।

১০.১.৪ এ ক্ষেত্রে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে-

১. নেতৃস্থানীয় সমাজসেবক/সংগঠক;

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান;

৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান;

৪. অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক/সামরিক কর্মকর্তা- কে বুঝাবে।

১০.২ উপজেলা কমিটি:

১০.২.১ উপজেলা কমিটির গঠন:

১.	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	-সভাপতি
২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-সহসভাপতি
৩.	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণ	-সদস্য
৪.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-সদস্য
৫.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-সদস্য
৬.	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	-সদস্য
৭.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক	-সদস্য
৯.	উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তা সদস্য	-
১০.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-সদস্য
১১.	উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	-সদস্য
১২.	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের **১**(এক) জন প্রতিনিধি	-সদস্য
১৩.	নির্বাচিত এনজিও এর প্রতিনিধি	-সদস্য
১৪ .	হিজড়া সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর **১** জন প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-সদস্য
১৫.	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ	-সদস্য
১৬.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ ১) সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে প্রয়োজনীয় উপদেষনা দান করবেন।

২) স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি (সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি অগ্রগণ্য) স্থানীয় প্রবীন সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি অনধিক ৩ (তিন) জন সদস্য প্রয়োজনে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১০.২.২ উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি:

১. ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত প্রাথমিক তালিকা যাচাই/বাছাইপূর্বক তালিকা চূড়ান্ড় করতে হবে। অতঃপর মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে উপবৃত্তি বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. শিক্ষা উপবৃত্তি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম তদারকিসহ এ সংক্রান্ড় যাবতীয় আপীল অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;

৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকটতম শাখার মাধ্যমে উপকারভোগীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

৪. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্ত্মবায়ন ও কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ;

৫. বছরে অন্ত্মত: ৪ (চার) বার কমিটির সভা আহক্ষান।

১০.৩ পৌরসভা কমিটি (সকল শ্রেণীর পৌরসভার জন্য):

১০.৩.১ পৌরসভা কমিটি কমিটির গঠন:

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) (জেলা পর্যায়ের পৌরসভা) এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা) - সভাপতি

২. মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ২ (দুই) জন -সদস্য
(১জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)

৩. পৌরসভার মেয়রের প্রতিনিধি ১ (এক) জন -সদস্য

৪. পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি (জেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য)/
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য)-সদস্য

৫. সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি (জেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য)/
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা -সদস্য
(উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার জন্য)

৬. সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কাউন্সিলর -সদস্য

৭. উপজেলা/জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা -সদস্য

৮. উপজেলা/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা -সদস্য

৯. উপজেলা প্রকল্প বাস্ত্মবায়ন কর্মকর্তা -সদস্য

১০. সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক -সদস্য

১১. উপজেলা/জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -সদস্য

১২. উপজেলা/জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ১(এক) জন প্রতিনিধি -সদস্য

১৩. কার্যক্রম বাস্ত্মবায়নের জন্য নির্বাচিত এনজিও এর প্রতিনিধি -সদস্য

১৪.হিজড়া সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধি ১(এক) জন (যদি থাকে) -সদস্য

১৫.উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ ১. স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি(সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি অগ্রগণ্য), স্থানীয় প্রবীন সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি অনধিক ৩ (তিন) জন সদস্য প্রয়োজনে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২. নির্বাচন স্থগিত এমন পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব পৌরসভার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১০.৩.২ কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১. প্রাপ্ত আবেদনপত্রের আলোকে প্রার্থী তালিকা যাচাই/বাছাইপূর্বক চুড়ান্তকরণ এবং মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে উপবৃত্তি বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. উপবৃত্তি/প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম তদারকিসহ যাবতীয় আপীল অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;

৩. পৌরসভা/শহর এলাকায় অবস্থিত সোনালী, জনতা, অগ্রণী, বাংলাদেশ কৃষি ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকটতম শাখার মাধ্যমে ভাতাভোগীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

৪. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

৫. পৌরসভা/শহর এলাকায় উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান কমসূচি বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রেরণ;

৬. বছরে অন্ততঃ ৪ (চার) বার কমিটির সভা আহবান।

১০.৪ সিটি কর্পোরেশন কমিটি:

১০.৪.১ সিটি কর্পোরেশন কমিটির গঠন:

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা -সভাপতি
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতি শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এলাকার জন্য একজন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা)

২. স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ১ (এক) জন -সদস্য

৩. মেয়রের প্রতিনিধি ১ (এক) জন -সদস্য

৪. জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ১ (এক) জন -সদস্য

৫. সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা প্রকল্প সমন্বয় পরিষদের ১ (এক)জন প্রতিনিধি -সদস্য

৬. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর -সদস্য

৭. স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য

৮. সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতিনিধি -সদস্য

৯. কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত এনজিও এর প্রতিনিধি - সদস্য

১০. হিজড়া সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি(যদি থাকে) -সদস্য

১১. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রতিনিধি -সদস্য

১২. সমাজসেবা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট শহর সমাজসেবা কার্যালয় -সদস্য সচিব।

বি: দ্র: ১. সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি, প্রবীণ সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনে অনধিক ৩ (তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

২. প্রতিটি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের জন্য একটি পৃথক কমিটি থাকবে।

১০.৪.২ কমিটির কর্মপরিধি:

১. প্রাপ্ত আবেদনপত্রের আলোকে প্রার্থী তালিকা যাচাই/বাছাইপূর্বক চুড়ান্তকরণ এবং মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্মতি/অনুমোদনক্রমে উপবৃত্তি বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. উপবৃত্তি/প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম তদারকিসহ যাবতীয় আপীল অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ;

৩. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকটতম শাখার মাধ্যমে ভাতাভোগীদের প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

৪. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

৫. বর্ণিত কমিটি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকার হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রেরণ;

৬. বছরে অন্তত: ৪ (চার) বার কমিটির সভা আহবান।

১০.৫ **জেলা স্টিয়ারিং কমিটি:**

১০.৫.১ জেলা স্টিয়ারিং কমিটির গঠন:

১. জেলা প্রশাসক/
পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান -সভাপতি

২. পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ১ (এক) জন -সদস্য

৩. জেলার সকল মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ১(এক) জন-সদস্য

৪. মেয়রের প্রতিনিধি (সিটিকর্পোরেশনভুক্ত জেলা) -সদস্য

৫. মেয়র (সিটিকর্পোরেশন বহির্ভুত জেলা পর্যায়ের পৌরসভা) -সদস্য

৬. জেলার সকল উপজেলা চেয়ারম্যান -সদস্য

৭. সিভিল সার্জন -সদস্য

৮. পুলিশ সুপার -সদস্য

৯. জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ১ জন প্রতিনিধি -সদস্য

১০. জেলা শিক্ষা অফিসার -সদস্য

১১. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা -সদস্য

১২. বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রকের প্রতিনিধি/জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা -সদস্য

১৩. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -সদস্য

১৪. জেলা তথ্য অফিসার - সদস্য

১৫. মহাব্যবস্থপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক,সোনালী/জনতা/অগ্রণী/ বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক -সদস্য

১৬. কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের জন্য নির্বাচিত এনজিও এর প্রতিনিধি -সদস্য

১৭. হিজড়া সংশ্লিষ্ট সংগঠন এর ১জন প্রতিনিধি(যদি থাকে) -সদস্য

১৮. উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় -সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ ১. কমিটিতে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, প্রবীন সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে প্রয়োজনে অনধিক ৩ (তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

১০.৫.২ কমিটির কর্মপরিধিঃ

১. জেলার আওতাধীন উপজেলা ও শহর অঞ্চলের কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের সার্বিক তত্ত্বাবধান;

২. বিভিন্ন প্রকার উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধান;

৩. পরিদর্শন/মনিটরিং এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

৪. উপজেলা ও শহর অঞ্চলের হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আপত্তি মিমাংসার জন্য অ্যাপিলেট বডি হিসেবে দায়িত্ব পালন;

৫. বছরে কমপক্ষে ৩ বার সভা আহবান।

১০.৬ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিঃ

১০.৬.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির গঠনঃ

১. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - সভাপতি

২. অর্থ বিভাগের এর প্রতিনিধি (যুগ্নসচিবের নীচে নয়) - সদস্য

৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্নসচিবের নীচে নয়) - সদস্য

৪. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি (যুগ্নসচিবের নীচে নয়)- সদস্য

৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্নসচিবের নীচে নয়) - সদস্য

৬. সংশি- ষ্ট যুগ্নসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - সদস্য

৭. খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্নসচিবের নীচে নয়)- সদস্য

৮. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্নসচিবের নীচে নয়) -সদস্য

৯. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্নসচিবের নীচে নয়)- সদস্য

১০. প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নীচে নয়) - সদস্য

১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন - সদস্য

১২. মহাব্যবস্থাপক,সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক -সদস্য

১৩. সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ জন মহিলা প্রতিনিধি - সদস্য

১৪. কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত এনজিও এর ১জন প্রতিনিধি - সদস্য

১৫. হিজড়া সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন এর ১জন প্রতিনিধি (যদি থাকে) -সদস্য

১৬. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর - সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ শিক্ষাবিদ, প্রবীণ সংগঠন,গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে অনধিক ৩(তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

১০.৬.২ কমিটির কর্মপরিধি:

১. 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' এর অগ্রগতি তদারকিকরণ;
২. উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয় ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
৩. পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
৪. 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;
৫. কর্মসূচির পাইলট এলাকা নির্ধারণ;
৬. বছরে অন্তত: ৩ বার সভা আহবান;
৭. প্রশিক্ষণ ছাড়াও জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য কর্মকাণ্ড এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ;
৮. সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কার্যক্রম সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' অন্তর্ভুক্তপূর্বক পূর্ববর্তী বৎসরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বৎসরের বাজেট নির্ধারণ করতে হবে ।

১১.০ নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা:

সরকার এই নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

পরিশিষ্ট-১

হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির জরিপ ফরম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়

হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির জরিপ ফরম

উপজেলার নাম :

জেলার নাম :

ক্রমিক নং	শিক্ষার্থীর নাম	পিতা ও মাতার নাম	গ্রামের নাম	জন্ম তারিখ	বয়স	অধ্যয়নরত শ্রেণী	বৈধ অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা	অভিভাবকের পেশা	পরিবারের বার্ষিক আয়	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ইউনিয়ন সমাজকর্মী/টি আই স্বাক্ষর ফিল্ড সুপারভাইজার স্বাক্ষর সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর

হিজড়া ব্যক্তির পরিচয়পত্রের নমুনা

	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্ট্যাম্প সাইজের ছবি	নাম : মাতা : পিতা : হিজড়ত্বের ধরণ : জন্ম তারিখ : আইডি নম্বর : ঠিকানা :
এই পরিচয়পত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। সত্ত্বাধিকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোষ্টি অফিস/থানায় জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।	

	Government of the People's Republic of Bangladesh Department of Social Services, Ministry of Social Welfa ID card for the Person with Transgender
স্ট্যাম্প সাইজের ছবি	Name : Mother's Name : Father's Name : Date of Birth : ID number : Cell Number : Address : হিজড়া ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপসই Issuing Authority Date:.......

পরিশিষ্ট-৩

হিজড়া ব্যক্তিদের নিবন্ধন বহির নমুনা

উপজেলার নাম ঃ
জেলার নামঃ

ক্রঃ নং	হিজড়া ব্যক্তির নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	বয়স	ঠিকানা	নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.										
২.										
৩.										
৪.										
৫.										
৬.										
৭.										
৮.										
৯.										

সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

পরিশিষ্ট-৪

হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন ফরম

পাসপোর্ট সাইজের ছবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বরাবর
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়
....

বিষয়ঃ হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি একজন হিজড়া শিক্ষার্থী। আমি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। আমার সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

১.নাম ঃ...
২.পিতার নাম ঃ ....৩. মাতার নাম ঃ.......................................
৪. ক. বর্তমান ঠিকানা ঃ খ. স্থায়ী ঠিকানা ঃ

....	....
....	....
....	....

৬. জেলা সমাজসেবা কার্যারয়ের নিবন্ধন নম্বরঃ ....
৭. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বরঃ...
৮.ক) জন্ম তারিখঃ .... (খ) জন্ম তারিখ অনুযায়ী বয়স ঃ ....বছর............মাস............দিন।
৯.ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ....(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা........................... ।
গ) ভর্তির তারিখ ঃ..................ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণী.............ঙ) শাখা.........চ) রোল নং.......... ।
ছ) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজি নং .... (নবম হতে স্নাতকোত্তর পর্যাযের জন্য)।
১০. ক) অভিভাবকের নাম ঃ .... খ) সম্পর্ক ঃ .... ।
(পিতা/ মাতা/ ভাই/ বোন/দাদা/ দাদী / নানা/ নানী/চাচা/ চাচী/ মামা/মামী অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবক)
১১. অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ ক) জমির পরিমান .... (একর)
খ) পেশা ঃ ....
গ) বার্ষিক আয় ঃ ....
ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মন্ড্রব্যসহ স্বাক্ষর ঃ ....
ইউনিয়ন/পৌর সমাজকর্মীর মন্ড্রব্যসহ স্বাক্ষর ঃ ....
ফিল্ড সুপারভাইজারের মন্ড্রব্যসহ স্বাক্ষর ....

সমাজসেবা কর্মকর্তা
ও সদস্য সচিবের স্বাক্ষর
তারিখ ও সিল।

পরিশিষ্ট-৫

উপবৃত্তি প্রাপ্ত হিজড়া শিক্ষার্থীদের তালিকা সম্বলিত রেজিষ্টার

উপজেলার নাম ঃ
জেলার নামঃ

ক্রঃ নং	উপবৃত্তি প্রাপকের নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	বয়স	ঠিকানা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	পাঠরত শ্রেণী	নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ	বাস্তবায়ন কমিটির সভার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.											
২.											
৩.											
৪.											
৫.											
৬.											
৭.											
৮.											
৯.											

বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

পরিশিষ্ট-৬

হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ সংক্রান্ড় রেজিস্টার সংরক্ষণের নমুনা ‘ছক’

অর্থ বছর ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
ইউনিয়নের নাম ঃ
উপজেলার নাম ঃ
জেলার নাম ঃ

ক্রঃ নং	ছাত্রছাত্রীর নাম	পিতা ও মাতার নাম	গ্রামের নাম	বহি নং	বয়স	মাসিক উপবৃত্তি পরিশোধের বিবরণ													মন্তব্য
						জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১.																			
২.																			
৩.																			
৪.																			
৫.																			
৬.																			
৭.																			
৮.																			
৯.																			
১০.																			

সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল   ফিল্ড সুপারভাইজারের স্বাক্ষর   ইউনিয়ন সমাজকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর